Naya Jamana Night Edition_Layout 1 03-09-2026 23:04 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

১৬ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।বৃহস্পতিবার ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৭২ সংখ্যা ।। ৮ পাতা

উত্তম কুমারের ১০০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন রাজ্য সরকারের

পুরভোটে স্ট্র্যাটেজি বদল সিপিএমের !

ফের আমেরিকায় বন্দুকবাজের তাণ্ডব !

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল তিব্বত

টানা বৃষ্টিতে প্লাবন উত্তরপ্রদেশ

ক্যামাক স্ট্রিটে হামলা

রাষ্ট্রপতি-রাজ্যপালের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত কালীঘাট তৃণমূলের

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এবার সরাসরি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও রাজ্যপাল আরএন রবির সঙ্গে সাক্ষাৎ চাইছে কালীঘাট তৃণমূল। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই দুই সাংবিধানিক প্রধানকে চিঠি পাঠিয়ে সাক্ষাতের সময় চাওয়া হয়েছে।গত ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর ১৫ বছরের তৃণমূল সরকারের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসে বিজেপি। তারপর থেকে তৃণমূলের অভিযোগ, তাদের কর্মীদের হেনস্তা করা হচ্ছে, বাড়িঘর ভাঙচুর হচ্ছে। যদিও বিজেপির বক্তব্য, দল না দেখে অন্যায়কারীর শাস্তি হবে। এর মধ্যেই সোনারপুরে এক নিহত কর্মীর বাড়িতে যাওয়ার পথে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়, হালিশহরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে কাদা-জল ছোড়ার অভিযোগ ওঠে। এসবের মধ্যেই বৃহস্পতিবার ভোরে ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তরে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে, নিরাপত্তারক্ষীদের মারধরও করা হয় বলে দাবি।অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে জানান, ভোর সাড়ে চারটা নাগাদ অস্ত্রধারী দুষ্কৃতীরা দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে কর্মীদের মারধর করে, মোবাইল কেড়ে নেয় এবং আসবাব ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ভাঙচুর করে। তাঁর অভিযোগ, বারবার ফোন করেও পুলিশের সাড়া মেলেনি। ঘটনায় সন্দেহভাজন ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, যাদের সঙ্গে ভোটের আগে তৃণমূলের যোগ ছিল বলে দাবি করা হয়েছে।ফেসবুক লাইভে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, বিজেপি-পাঠানো দুষ্কৃতীরা পার্টি অফিসে ঢুকে নথিপত্র লুট করেছে এবং চার কর্মীকে আটক রাখা হয়েছে। পুলিশ এখন সুরক্ষকের বদলে ভক্ষকের ভূমিকা নিচ্ছে বলেও তাঁর অভিযোগ। রাজ্যজুড়ে প্রায় চার হাজার তৃণমূল কার্যালয় দখলের অভিযোগও তোলেন তিনি এবং কর্মীদের প্রতিবাদের ডাক দেন। পাশাপাশি গেরুয়া কার্পেটের উপর জুতো পরে হাঁটার প্রসঙ্গ তুলে বিজেপিকে কটাক্ষ করেন তিনি।

শিক্ষা-ভাষা প্রসঙ্গে বাম তৃণমূলকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ গত ৩৪ বছরে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি ইংরাজি ভাষাতেও তালাচাবি দেওয়ার অভিযোগে কমিউনিস্টদের তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশনে আরএসএসের শাখা সংগঠন বিবেকানন্দ বিদ্যা ভারতী বিকাশ পরিষদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি। পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশার জন্য বিগত তৃণমূল সরকারকেও কাঠগড়ায় তোলেন মুখ্যমন্ত্রী।তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল আমলে তোষণের রাজনীতির শিকার হয়েছে স্কুলের সিলেবাস, ভাষাও বিকৃত করা হয়েছে; মাকে করা হয়েছে আ¯মা, জলকে পানি, আকাশকে আসমান, যার ফলে শিশুমনে বিভাজন ঘটেছে। কমিউনিস্ট আমলে বাংলা ও ইংরাজি ভাষার পাশাপাশি

কি পউটার শিক্ষার উপরেও বাধানিষেধ আরোপের অভিযোগ তোলেন তিনি। তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনকালে, বিশেষত শেষ ১০ বছরে শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতি নিয়েও সরব হন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, স্কুলের সিলেবাসে সিঙ্গুর থেকে টাটাকে তাড়ানোর কথা থাকলেও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবলিদান বা ক্ষুদিরাম বসু, মাতঙ্গিনী হাজরার মতো বিপ্লবীদের কথা যথাযথ গুরুত্ব পায়নি, বরং জেলবন্দি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম স্থান পেয়েছে। এভাবে শিক্ষাব্যবস্থা চললে বাংলার সংস্কার, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ হারিয়ে যেত বলে মন্তব্য করেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী জানান, সঠিক সময়ে মানুষ রাজ্যে পরিবর্তন এনেছেন এবং বাংলায় সংস্কার ও দেশপ্রেম ফেরানো জরুরি। বর্তমান সরকার পুঁথিগত বিদ্যার বদলে চরিত্র গঠনকারী ও স্বনির্ভরতা তৈরি করা শিক্ষায় বিশ্বাসী বলে জানান তিনি।এনসিসি নিষিদ্ধ করাকে তৃণমূল সরকারের ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলেও আখ্যা দেন শুভেন্দু।যাদবপুর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নেতাজি-শ্যামাপ্রসাদের ভূমিতে কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি স্লোগান মেনে নেওয়া যায় না। পহেলগাঁও নিয়ে মিছিল না হলেও অপারেশন সিঁদুরের সময় যুদ্ধ বন্ধের দাবি তোলা হয় বলে কটাক্ষ করেন তিনি।

কর্মী-পেনশনভোগীদের মতামত চাইল সপ্তম বেতন কমিশন

নয়া জামানা ঃ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় পদক্ষেপ করল নবান্ন। রাজ্যের কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের বেতন কাঠামো, ভাতা, পদোন্নতি এবং পেনশন-সহ নানা

অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে সংগঠন ও ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে মতামত চেয়েছে সপ্তম পে কমিশন।অনলাইনে মতামত ও লিখিত স্মারকলিপি জমা নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই নামে একটি বিশেষ ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। কমিশন স্পষ্ট করে জানিয়েছে, আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত কেবল এই নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই সব ধরনের পরামর্শ ও প্রস্তাব জমা দেওয়া যাবে। ই-মেল, ডাক মারফত পাঠানো কাগজ বা অন্য কোনও হার্ডকপি এবং সরাসরি জমা দেওয়া আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। গত ২২ জুলাই রাজ্য সরকারের তরফে ২৬৫৭-এফ(পি১) নম্বরের রেজোলিউশনের মাধ্যমে সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের সরকারি রেজোলিউশন জারি করা হয়েছিল। এরপরই এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করে সর্বসাধারণ ও সরকারি কর্মীদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করল কমিশন।জানা গিয়েছে, সরকারি কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের বিভিন্ন সংগঠন, অ্যাসোসিয়েশন এবং দফতরের পাশাপাশি কোনও কর্মী বা অবসরপ্রাপ্ত কর্মীও ব্যক্তিগত ভাবে তাঁদের মতামত ও প্রস্তাব কমিশনের কাছে জানাতে পারবেন নির্দিষ্ট মডিউলের মাধ্যমে।সরকারের এই পদক্ষেপে দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া সুবিধা ও নতুন বেতন কাঠামোর আশায় থাকা রাজ্যের লক্ষাধিক সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীরা কিছুটা হলেও আশার আলো দেখছেন।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 03-09-2026 23:04 Page 2

উত্তম কুমারের অভিনয়

পঞ্চাশের দশকেও আধুনিক

অম্বরীশ ভট্টাচার্য

অভিনেতা হিসেবে উত্তম কুমারের থেকে শিখেছি, ওঁর আধুনিক অভিনয় করার দক্ষতা। আজকের দিনে দাঁড়িয়েও সেই দক্ষতা অত্যন্ত বিস্ময়কর। পঞ্চাশ, ষাট বা ষাটের দশকের শেষের দিকে ওঁর যে সমস্ত জনপ্রিয় ছবি তৈরি হয়েছে, সেগুলির দিকে যদি ফিরে তাকানো যায়, তবে দেখা যাবে তিনি এক অনন্য অভিনয়শৈলী তৈরি করেছিলেন।সেই সময়কার তাঁর সহ-অভিনেতা যাঁরা ছিলেন; যেমন ছবি বিশ্বাস, ছায়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, জিবেন বসু, অসিতবরণ কিংবা জহর গাঙ্গুলি;তাঁদের অভিনয়ের মধ্যে এক ধরনের প্রাচীন রীতি খুঁজে পাওয়া যায়। সাধারণ রঙ্গালয় বা যাত্রার ঢঙে সুর করে সংলাপ বলার একটি রীতি সেখানে ছিল, যা আজকের দিনে হয়তো কিছুটা সেকেলে মনে হতে পারে। এঁরা প্রত্যেকেই অসাধারণ মাপের অভিনেতা, কিন্তু তাঁদের সেই নাটুকে ঘরানা আজকের সময়ের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না।বিস্ময়ের জায়গাটা ঠিক এখানেই। উত্তম কুমার সেই পঞ্চাশ-ষাটের দশকে তাঁদের মাঝে দাঁড়িয়েও এমন একটি অভিনয়শৈলী তুলে ধরেছিলেন, যা সমকালের সেই অতি অভিনয়ের সঙ্গেও মানিয়ে যেত, আবার আজকের সময়ের নিরিখেও অত্যন্ত আধুনিক ও সমকালীন মনে হয়। এই দুইয়ের যে একটা বিস্ময়কর সহাবস্থান, তার রসায়ন আজও আমি পুরোপুরি মিলিয়ে উঠতে পারিনি।সেই সময়ে তিনি কীভাবে এতখানি ভারসাম্য বজায় রেখে কাজ করেছিলেন, তা সত্যিই ভাবার মতো। তাঁর অভিনয় সেই সময়কার অভিনয়ের সঙ্গেও মিশে যেত, খাপছাড়া মনে হতো না; অথচ আজকের দিনে সেই একই কাজ দেখলে মনে হয় তা আজকের অভিনয়রীতিরই এক বিস্তার।উত্তম কুমার কীভাবে সেই অসাধ্য সাধন করেছিলেন, তা আমার জানা নেই; তবে অভিনেতা হিসেবে সেই জাদুটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা আমি সবসময়ই করি। আজ আমরা যে অভিনয়কে অত্যন্ত আধুনিক বলে মনে করছি, ত্রিশ বছর পর তা কিন্তু আর আধুনিক থাকবে না। এখন পৃথিবী উন্মুক্ত হওয়ায় প্রতিনিয়ত অভিনয়ের ব্যাকরণ বদলে যাচ্ছে। বিশ্বের যে প্রান্তেরই অভিনয় হোক না কেন, চোখের পলকে তা দর্শকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। পৃথিবীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান যে গতিতে এগোচ্ছে, শিল্পের প্রকাশমাধ্যমও ঠিক সেই গতিতেই রূপ বদলাচ্ছে। ফলে উত্তম কুমারের সময়ের তুলনায় এখনকার অভিনয়শৈলী নিত্যনতুন আঙ্গিকে আধুনিক রূপ নিচ্ছে।এই পরিবর্তনের নিরিখে বারবার ওঁর কাজ দেখে আমি বোঝার চেষ্টা করি, যে কোন জায়গায় উনি বিষয়টাকে সারস্বত করে দিচ্ছেন। সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে যাওয়ার এই শিল্পরীতি উত্তম কুমারের থেকে আমি অভিনেতা হিসেবে প্রতিনিয়ত শিখছি। শুধু ভারত নয়, গোটা বিশ্বের চলচ্চিত্রের ইতিহাসেও এমন অভিনয়ের দৃষ্টান্ত মেলা ভার। এই জায়গায় তিনি অতুলনীয়, অনন্য।উত্তম কুমারের থেকে আরও একটি বড় শিক্ষা নেওয়ার মতো বিষয় হলো তাঁর চরিত্র নির্বাচন। আশির দশকে তাঁর মৃত্যু হবে; তা নিশ্চয়ই তাঁর জানা ছিল না; অথচ সত্তরের দশকের মাঝামাঝি, বিশেষত ১৯৭৩-৭৪ সালের পর যখন তিনি খ্যাতির মধ্যগগনে, তখন থেকেই তিনি মূল চরিত্রে থেকেও নিজের বয়সোচিত চরিত্র বেছে নিতে শুরু করেছিলেন।এই সময় 'বাঘ বন্দী খেলা', 'অগ্নীশ্বর', 'বনপলাশীর পদাবলী', 'ব্রজবুলি' কিংবা 'দুই পৃথিবী'র মতো ছবিতে তাঁর অভিনয় এক দৃষ্টান্ত। একজন অভিনেতার পাশাপাশি তিনি ছিলেন মহাতারকা। প্রমথেশ বড়ুয়ার পর বাংলায় ওই পর্যায়ের তারকাখ্যাতি আর কারোর ছিল না, এবং তাঁর পরেও তা দেখা যায়নি।সেই শিখরে দাঁড়িয়ে তিনি এমন সব চরিত্র বেছে নিয়েছিলেন, যা তাঁর বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে চরিত্রগুলি পুরোপুরি গ্ল্যামারহীন। এই উপমহাদেশে খ্যাতির চূড়োয় বসে এমন ঝুঁকিপূর্ণ চরিত্র নির্বাচনের সাহস আর কোনো তারকা দেখাতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই।উত্তম কুমারের থেকে একটি বিষয় খুব স্পষ্টভাবে শেখার মতো;চরিত্রের মধ্যে 'হিরো' বলে আলাদা কিছু হয় না। হিরো সে-ই, যে মূল চরিত্র, এবং সেই চরিত্র যেকোনো বয়সের হতে পারে, চেহারা যেমন খুশি হতে পারে; তা হতে পারে পাকা চুলের কিংবা পুরোপুরি রূপটানহীন। 'বাঘ বন্দী খেলা' ছবিতে তিনি যেভাবে একটি স পূর্ণ নেতিবাচক চরিত্রে রূপদান করেছিলেন, তা ছিল এক বিরাট পরীক্ষামূলক বিষয়। সেই সময়ে যেকোনো মূলধারার নায়কের পক্ষে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া কার্যত অসম্ভব ছিল।সমগ্র ভারতের নিরিখে যদি তাঁর সমকালীন তারকাদের দেখা যায়;দিলীপ কুমার, দেব আনন্দ, রাজ কাপুর কিংবা রাজেন্দ্র কুমার;তাঁদের কেউই খ্যাতির মধ্যগগনে এমন চরিত্র বেছে নেওয়ার সাহস দেখাতে পারেননি। সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা এই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তই উত্তম কুমারকে আলাদা করে দেয়। একজন অভিনেতা হিসেবে তাঁর কাজ থেকে সবসময় এটা শেখার চেষ্টা করি।উত্তম কুমারের জীবন থেকে সতর্ক হওয়ার মতো শিক্ষাও আছে। ওঁর খুব ঘনিষ্ঠ মানুষের থেকে জেনেছি, তিনি সবসময় পারিষদদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতে ভালোবাসতেন। উনি পছন্দ করতেন, চারপাশে এমন কিছু মানুষ থাকবে, যাঁরা শুধুই তাঁর প্রশংসা করবে। কেরিয়ারে তাঁর যে বড় পতন, তার অন্যতম মূল কারণ ছিলেন এই মানুষগুলিই।এই পারিষদবর্গ তাঁর কেরিয়ারের বিপুল ক্ষতি করে গিয়েছিলেন। রাজ কাপুর যখন 'সঙ্গম' ছবিতে রাজেন্দ্র কুমারের চরিত্রটিতে অভিনয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন তা তিনি ফিরিয়ে দেন। পরবর্তীকালে 'ছোটি সি মুলাকাত' ছবির মতো প্রজেক্টে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ ও প্রযোজনা করার সিদ্ধান্তের পিছনেও এই মদতদাতারা ছিলেন। 'ছোটি সি মুলাকাত'-এর চরম ব্যবসায়িক ব্যর্থতার পরেই তিনি প্রথমবার হৃদরোগে আক্রান্ত হন, যা তাঁকে শারীরিকভাবে ভেঙে দিয়েছিল। হয়তো 'ছোটি সি মুলাকাত' এর ভুল সিদ্ধান্তটা না নিলে উনি এতটা কম বয়সে চলে যেতেন না।একজন অভিনেতার পক্ষে এই পারিষদদের ফাঁদ থেকে দূরে থাকা কতটা জরুরি, উত্তম কুমারের এই অধ্যায় তা শেখায়। জীবনের শেষ পর্বে তিনি যেভাবে চরিত্র নির্বাচন করছিলেন, তাতে আরও পনেরো-কুড়ি বছর বাঁচলে উনি কিন্তু আরও অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্ত অভিনয়ের চরিত্রের সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। সেগুলি আমাদের কাছে অভিনয়ের ছাত্র হিসেবে খুবই বড় প্রাপ্তি হতো, যেগুলি থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।শতবর্ষ তো পৃথিবীর নিয়মে সকলের জীবনেই আসে, কিন্তু উত্তম কুমার এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁর উপস্থিতি আজও সমানভাবে জীবন্ত। আজকের চূড়ান্ত বিশ্বায়ন ও পণ্যায়নের যুগে প্রতিদিন জনপ্রিয়তার মানদণ্ড বদলে যাচ্ছে। অঞ্জন দত্তর গানে যেমন রয়েছে;'আজ যেটা মিষ্টি, কাল সেটা ঝাল টিকে থাকে না কিছুই চিরকাল';কিন্তু বাজারচলতি সেই ধারণাকে স পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে আজও টিকে রয়েছেন উত্তম কুমার।ইন্টারনেট, ইনস্টাগ্রাম আর রিলসের এই অতি অস্থির সময়ে, যেখানে মুহূর্তের মধ্যে ট্রেন্ড বদলে যায়, সেখানে মৃত্যুর প্রায় সাড়ে চার দশক পেরিয়েও তাঁকে ঘিরে উন্মাদনা বিন্দুমাত্র কমেনি। তাঁকে নিয়ে চলচ্চিত্র উৎসব হলে প্রেক্ষাগৃহ হাউসফুল হয়, দূরদর্শনে তাঁর ছবি সর্বোচ্চ টিআরপি পায়, তাঁর স্মৃতিতে গানের অনুষ্ঠান হলে রবীন্দ্রসদনে জায়গা পাওয়া যায় না, এমনকী তাঁকে উৎসর্গ করে কোনো পুরস্কার দেওয়া হলেও সবচেয়ে বড় বিতর্ক তৈরি হয়।মৃত্যুর এতগুলি বছর পেরিয়ে তাঁর জন্মশতবর্ষে দাঁড়িয়েও এক 'রিজিওনাল অ্যাক্টর' কীভাবে এমন সর্বজনীন প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখলেন এবং আজও এতটা 'সেলেবল' কী করে থেকে গেলেন;তা এক গভীর বিস্ময়।উত্তম কুমার আমাদের জন্য এমন বহু বিস্ময় রেখে গিয়েছেন। এ বিস্ময়ের, এ প্রশ্নের, এই কৌতূহলের উত্তর আমরা এ জীবনে কখনো পাব না। ঠিক যেমন আমরা বুঝতে পারব না, তিনি কীভাবে আজীবন এমন অদ্ভুত অভিনয় করে গিয়েছেন, তা আজও এক অমীমাংসিত প্রশ্ন। এই ধরনের বহু প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েই তিনি বিদায় নিয়েছেন।এই উত্তরগুলির সন্ধান করতে করতেই আমরাও একদিন চলে যাব।উত্তম কুমার যে প্রশ্নগুলি তুলে দিয়ে গিয়েছেন, যুগে যুগে আমার মতো আরও শত, লক্ষ, কোটি অভিনেতা আসবেন যারা এ প্রশ্নের উত্তরগুলি খুঁজবেন। এবং তাদের কাছেও উত্তম কুমার নামক এই রহস্যময় চরিত্রটি আরও রহস্যময় হয়ে উঠবেন। একজন তারকার রহস্যময়তাটাই তার সবচেয়ে বড় সবল, সবচেয়ে বড় ম্যাজিক। এটাই উত্তম কুমার আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। সৌঃ দৈনিক আজাদি।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 03-09-2026 23:04 Page 3

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা রাজ্য বিজেপির

নয়া জামানাঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আসন্ন জন্মদিনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক কর্মসূচি সাজাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর মোদির জন্মদিন উপলক্ষে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর জুড়ে চলবে দলের সেবা সংকল্প অভিযান। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছনো এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্ম তুলে ধরা।গোটা মাস জুড়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করবে দল ও তার সহযোগী সংগঠনগুলি। কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিটি বুথে পরিবারগুলিকে দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হবে, যাকে বলা হচ্ছে আশীর্বাদ কা দিয়া। এই প্রদীপ মোদির দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং 'বিকশিত ভারত ২০৪৭ লক্ষ্যের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হবে। এই উপলক্ষে একটি বিশেষ ভিডিও তৈরি করছে দলের কেন্দ্রীয় দফতর, যা পরে আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পাঠানো হবে।সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তালিকা বুথ কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। জন্মদিনের সন্ধ্যায় বুথ কর্মীরা প্রতিটি সুবিধাভোগীর বাড়িতে গিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলনের আমন্ত্রণ জানাবেন।শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও চলবে প্রচার।বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে মোদির কাজ নিয়ে তথ্য দেওয়া হবে,

স্কুলে হবে অঙ্কন ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। পথনাটকের মাধ্যমেও প্রচার চালানো হবে জনবহুল স্থানে। প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় বসবে সেবা সেতু শিবির, যেখানে যোগ্য নাগরিকরা সরাসরি সরকারি প্রকল্পের আওতায় নথিভুক্ত হতে পারবেন।এই বিশাল কর্মসূচির সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য বিজেপির সাধারণ স পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায়কে। থাকছে পদযাত্রা, বাইক র‍্যালি, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান শিবির এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানও।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদলের দাবি শর্বরীর

নয়া জামানাঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের দাবি তুললেন বিজেপি বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়। তাঁর যুক্তি, এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঋষি অরবিন্দ, তাই তাঁর আদর্শের কথা মাথায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদলে ঋষি অরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয় রাখা হোক। বৃহস্পতিবার যাদবপুরের একটি মঞ্চ থেকে এই দাবি জানান তিনি।

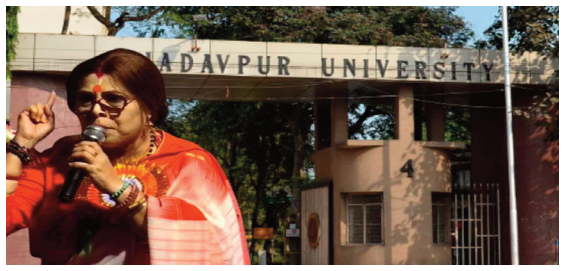

এদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যা পাসে এবিভিপির উদ্যোগে তেরঙ্গা যাত্রা, বন্দে মাতরম গান ও জাতীয় পতাকা সংক্রান্ত একটি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ক্যা পাসে বিভিন্ন মনীষীর ছবিও টাঙানো হয়। পরে ত্রিগুণা সেন মঞ্চে হরিপদ ভারতী স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে বেদমন্ত্র পাঠ ও বন্দে মাতরম সংগীত পরিবেশিত হয়। ওই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাহুল সিনহা, সুখেন্দুশেখর রায় এবং শর্বরী মুখোপাধ্যায়। এই মঞ্চ থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদলের প্রস্তাব দেন তিনি।বক্তব্যে রাষ্ট্রবাদের প্রসঙ্গ টেনে শর্বরী দাবি করেন, গত ৪ মে ২০২৬-এ রাজ্যের মানুষ ঐক্যবদ্ধ না হলে যাদবপুর-সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গে ফলাফল ভিন্ন হতে পারত বলে তাঁর আশঙ্কা ছিল। নিজের পোশাক ও সাজসজ্জা নিয়ে সমালোচনার জবাবে তিনি বলেন, এসব সমালোচনায় তাঁর দৃঢ়তা টলানো যাবে না।বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদলের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে শর্বরী বলেন, প্রয়োজনে উচ্চশিক্ষা দফতর, মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে গণস্বাক্ষর সংবলিত আবেদনপত্র জমা দেওয়া হবে। তাঁর কথায়, এই নাম পরিবর্তন যাদবপুরের গর্ব ও অহংকারের বিষয় হয়ে উঠবে।

যাদবপুরে বন্দে মাতরম যাত্রা এবিভিপির পাল্টা মিছিল এসএফআইয়ের

নয়া জামানাঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে চাপানউতোরের মধ্যেই বৃহস্পতিবার ক্যা পাসে বন্দে মাতরম যাত্রা কর্মসূচি পালন করল এবিভিপি।একই দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে রাজা সুবোধ মল্লিক রোডে পাল্টা মিছিল করে এসএফআই।

দুই মিছিলেই অংশ নেন ছাত্র, অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীরা এবং দুই সংগঠনের কর্মীরা একে অপরের বিরুদ্ধে সরব হন।দুপুরে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে ক্যা পাসে মিছিল করে এবিভিপি। ক্যা পাসে দেশবিরোধী স্লোগান ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন কর্মীরা। বিতর্কিত দেওয়াল-লিখনের জবাবে দেশের বরেণ্য মনীষীদের ছবি টাঙানো হয় ক্যা পাসে, যার মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসু। মিছিল চলাকালীন বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয় স্লোগান ওঠে ক্যা পাস জুড়ে। এই কর্মসূচির পরই ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামে হরিপদ ভারতী স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে জাতীয়তাবাদী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। গত দুই সপ্তাহ ধরে এবিভিপি ও বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত রয়েছে রাজ্য রাজনীতি। গত সপ্তাহেই যাদবপুরে ১০ হাজার কণ্ঠে বন্দে মাতরম কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে গান গেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তারই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবারের এই কর্মসূচি পালিত হয় বলে জানিয়েছে এবিভিপি।এই বিতর্কের প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন,দেওয়ালে লিখলে নাম, সে নাম মুছে যাবে। হৃদয়ে লেখো নাম, সে না রয়ে যাবে। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি বুঝে সংযত থাকার আহ্বান জানান তিনি।

আরজি কর কাণ্ডে গ্রেফতার প্রাক্তন পুরপ্রধান সোমনাথ দে

নয়া জামানাঃ আরজি কর কাণ্ডে তিলোত্তমার দেহ তড়িঘড়ি দাহ করে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে এবার গ্রেফতার হলেন পানিহাটি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সোমনাথ দে।

বৃহস্পতিবার ভোররাতে রাজ্য পুলিশের একটি বিশেষ দল বেঙ্গালুরু থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ৯ অগস্ট আরজি কর হাসপাতালে তিলোত্তমার দেহ উদ্ধারের পর থেকেই এই ঘটনায় সোমনাথের ভূমিকা অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। হাসপাতাল থেকে দেহ পানিহাটির বাড়িতে আনা এবং তারপর তড়িঘড়ি দাহ করানোর ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে অভিযোগ।

পরিবারের দাবি, প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়ে আইনি ও সামাজিক প্রক্রিয়া এড়িয়ে দেহ দাহ করার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ নষ্ট করে তদন্ত ব্যাহত করা।ঘটনার পর থেকেই সোমনাথ গা ঢাকা দিয়েছিলেন এবং বারবার ঠিকানা ও ফোন নম্বর বদল করছিলেন।

শেষ পর্যন্ত মোবাইল ও অন্যান্য সূত্র ধরে তদন্তকারীরা তাঁর অবস্থান নিশ্চিত করেন এবং বেঙ্গালুরুতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করেন।পুলিশ জানিয়েছে, ট্রানজিট রিমান্ডে তাঁকে রাজ্যে আনা হচ্ছে এবং খড়দহ থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে কারা ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। উল্লেখ্য, একই অভিযোগে আগেই গ্রেফতার হয়েছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ।

কসবায় ভুয়ো কল সেন্টারে পুলিশের হানা টাওয়ার বসানোর নামে প্রতারণা! ধৃত ৬৭

নয়া জামানাঃ কসবা থানা এলাকায় দুটি ভুয়ো কল সেন্টারে অভিযান চালিয়ে মোট ৬৭ জনকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশ। ধৃতরা জিও, এয়ারটেল-সহ নামী টেলিকম সংস্থার টাওয়ার বসানোর নামে প্রতারণা করতেন বলে অভিযোগ। এর পাশাপাশি বিমা পলিসি ও ব্যাঙ্ক ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নামেও চলত জালিয়াতি। বুধবার দুপুরে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে কসবা এলাকার দুটি ঠিকানায় হানা দেয় পুলিশ।ঘটনাস্থল থেকে একাধিক মোবাইল ফোন, চার্জার ও একটি ডায়েরি উদ্ধার করা হয়, যাতে লেখা ছিল প্রতারণার বিভিন্ন স্ক্রিপ্ট।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২ সেপ্টেম্বর দুপুরে কসবার রাজডাঙা মেন রোডের একটি ঠিকানায় অফিসের মতো সাজানো জায়গায় অভিযান চালানো হয়। সেখানে বেশ কয়েকজনকে ফোনে কথা বলতে দেখা যায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা নিজেদের রোবাস্ট ডিজিটাল সলিউশনের কর্মী বলে পরিচয় দেন। অভিযুক্তরা নিজেদের কখনও জিও, কখনও এয়ারটেল, কখনও ব্যাঙ্ক বা বিমা সংস্থার প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিয়ে গ্রাহকদের টাওয়ার বসানোর প্রলোভন দেখাতেন। এর জন্য প্রসেসিং ফি বাবদ নেওয়া হত ৯০ হাজার থেকে দেড় লক্ষ টাকা, কিন্তু টাকা পাওয়ার পর মিলত না কোনও পরিষেবা।

বিমা ও ঋণের নামেও একই কায়দায় প্রতারণা চলত।পুলিশের দাবি, গত ছয় মাসে প্রায় ১০০টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে এই প্রতারণা চালানো হয়েছে। বিশ্বাস অর্জনের জন্য দেখানো হত জাল অনুমোদনপত্রও। দুই জায়গা থেকে মোট ৭১টি মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি আইন ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 03-09-2026 23:04 Page 4

সম্পাদকীয়

৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। বৃহস্পতিবার

জলরাক্ষসের পর ভূমিকম্প

নেপালের আকাশে এখনও বিপর্যয়ের কালো মেঘ।নদীর উন্মত্ত স্রোত,হড়পা বান আর ভূমিধসের ক্ষত শুকোনোর আগেই তিব্বতের মাটি কেঁপে উঠল। একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন হিমালয়ের বুকেই লিখে দিচ্ছে এক ভয়ংকর সতর্কবার্তা;প্রকৃতিকে অবহেলা করার মূল্য ক্রমশই চড়া হচ্ছে। নেপালের ত্রিশূলী ও ভোটকোসি নদীর ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞে সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১২০৪। নিখোঁজ ৪২০০-রও বেশি মানুষ। জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ৬৫৪১ জনকে। কিন্তু এই সংখ্যাগুলিই যে বিপর্যয়ের সম্পূর্ণ ছবি তা নয়।কত ঘরবাড়ি, দোকানপাট, অফিস, রাস্তা ও সেতু জলের তোড়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব এখনও সামনে আসেনি। অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছতে পারে বলে আশঙ্কা।একটি ভঙ্গুর অর্থনীতির দেশের কাছে এই বিপর্যয় শুধুমাত্র মানবিক সংকট নয়, অস্তিত্বের সংকটও। সরকারের সামনে এখন একদিকে মৃত ও নিখোঁজদের পরিবারকে সামলানোর দায়িত্ব, অন্যদিকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া পরিকাঠামো পুনর্গঠনের বিরাট বোঝা।এমন পরিস্থিতিতে বিদেশি সহায়তা ও ক্ষতিপূরণের দাবি ওঠা অস্বাভাবিক নয়।কিন্তু তার থেকেও জরুরি হয়ে উঠেছে কেন বারবার একই ধরনের বিপর্যয়ের সামনে নেপালকে অসহায় হয়ে পড়তে হচ্ছে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা। এর মধ্যেই তিব্বতে ৫ মাত্রার ভূমিকম্প। জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেসের তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটির উৎস ছিল ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১০ কিলোমিটার গভীরে। এখনও পর্যন্ত হতাহত বা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই।স্বস্তির বিষয় অবশ্যই। কিন্তু হিমালয় অঞ্চলের সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে তাকালে এই কম্পনকেও নিছক বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ হিমালয় শুধু পাহাড় নয়, এটি পৃথিবীর অন্যতম সক্রিয় ভূতাত্ত্বিক অঞ্চল। ভূমিকম্প, ভূমিধস, হিমবাহ গলা, আকস্মিক বন্যা প্রকৃতির একাধিক বিপদের সঙ্গে এই অঞ্চলের মানুষের বসবাস। আর জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সেই ঝুঁকিকে আরও জটিল করে তুলছে। নেপালের বিপর্যয় তাই শুধু নেপালের সমস্যা নয়।তার অভিঘাত ছড়িয়ে পড়তে পারে গোটা পূর্ব হিমালয়ে।পশ্চিম সিকিমে বিস্তীর্ণ এলাকায় ভূমিধস,যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা এবং পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্ক তারই আরেকটি সতর্ক সংকেত।পাহাড়ে হিমবাহ দ্রুত গলছে, বাড়ছে হিমবাহ-উৎপন্ন হ্রদের সংখ্যা।সিকিমে শতাধিক হিমবাহ হ্রদের মধ্যে ১৬টিকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। প্রশ্ন হল এই বিপদের মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তুতি কতটা? নেপালের ভয়াবহ হড়পা বান যেন আগামী দিনের জন্য একটি আয়না।পাহাড় কেটে রাস্তা,অপরিকল্পিত নির্মাণ, নদীর স্বাভাবিক গতিপথে হস্তক্ষেপ এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে উন্নয়নের যে মডেল তৈরি হচ্ছে তার পরিণতি একদিন ভয়াবহ হয়ে উঠতেই পারে।প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয় এ কথা হয়তো বৈজ্ঞানিক ভাষা নয়।

নতুন কাঁসাই সেতু ও নামকরণ

নরসিংহ দাস

রাজ্য রাজনীতিতে পালাবদলের পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য সকল পরিকল্পনার সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর ও খড়গপুর শহরের মধ্যবর্তী স্থানে বহমান কাঁসাই নদীর উপর একটি নতুন সেতু তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ এবং ইতিমধ্যেই তার শিলান্যাস প্রক্রিয়া স পন্ন হয়েছে। দিন কয়েক আগে সেতু তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। গুরুত্বের বিচারে এই দ্বিতীয় সেতু তৈরির দাবি দীর্ঘ দিনের। বর্তমানে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হ ওয়ায় দুই শহর সহ দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ আর ও বৃদ্ধি পাবে। কারণ এই সেতু নির্মিত হবে ৬০ নং জাতীয় সড়কের উপর। যার উপর নির্ভরশীল খড়গপুর শিল্পাঞ্চল, দুর্গাপুর- আসানসোল শিল্পাঞ্চল, কোলাঘাট ও মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, হলদিয়া বন্দর, দীঘা, মন্দারমণি, তাজপুর, শংকরপুরের মতো পর্যটনকেন্দ্র।ব্রিটিশ শাসনকালে**বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত এই কাঁসাই নদীর উপর কোনো সেতু ছিল না। তখন খড়গপুর ও মেদিনীপুরের সঙ্গে যাতায়াত ব্যবস্থার প্রধান মাধ্যম ছিল লোহার তৈরি নৌকা। অনেকে মনে করেন ব্রিটিশদের মোটরগাড়ি লোহার তৈরি ভেসেলের মাধ্যমে পারাপার করতো। এক তথ্য অনুযায়ী মহাত্মা গান্ধী একবার খড়গপুর নিকটবর্তী হিজলি জেলে বন্দী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ঐ সময় মেদিনীপুর এসে রাত্রিবাস করার পরিকল্পনাও ছিল জাতির জনকের।* * ১৮৭১ সালে নির্মিত অ্যানিকেত বাঁধ থাকায়, এবং বর্ষাকালে কাঁসাই নদীর জল কানায় কানায় পূর্ণ থাকায় জলপথের বদলে খড়গপুর স্টেশন থেকে রেলপথে মেদিনীপুর পৌঁছেছিলেন গান্ধীজি। সড়কপথে কাঁসাই নদীর উপর মোহনপুরে প্রথম সেতু নির্মাণ হয় সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। কারন ১৯৪৪-৪৫ সাল নাগাদ কাঁসাই নদীর দুই দিকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বোমারু বিমান ঘাঁটি তৈরি করেছিল ব্রিটিশরা। একটি হল খড়গপুর নিকটবর্তী কলাইকুন্ডা এয়ারোড্রোম, অপরটি হলো মেদিনীপুরের অদূরে শালবনি নিকটবর্তী শালবনি এয়ারোড্রোম। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এই দুই বিমান ঘাঁটিতে সেনা ও রসদ সরবরাহের জন্য কাঁসার নদীর উপর সেতু নির্মাণের তোড়জোড় শুরু হয়। ঐ সময় যে সেতু নির্মাণ করা হয় তা ছিল ইটের তৈরি বেশ কয়েকটি স্তম্ভের উপর লোহার বিম সহযোগে কাঠের পাটাতনের সেতু। যে সেতু দিয়ে এক সময়ে একটি গাড়ি চলাচল করতে পারতো। এক তথ্য অনুযায়ী এই সেতুর নাম ছিল মেদিনীপুরের অত্যাচারী জেলাশাসক বার্ণার্ড ই. জে. বার্জ - এর নামানুসারে 'বার্জ ব্রিজ'। স্বাধীনতার পরে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঐ সেতুর ব্যবহার ছিল। পরবর্তীতে সড়কপথের গুরুত্ব বিচার করে কাঁসাইয়ের বুকে দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি কাঁসাইয়ের বুকে দ্বিতীয় সেতু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে 'বীরেন্দ্র সেতু', যা মোহনপুর ব্রিজ নামেও পরিচিত। ২০২২ সালে এই সেতু দুর্বল বলে চিহ্নিত হ ওয়ার পর, কাঁসাইয়ের বুকে তৃতীয় সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে তা শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে শুধরে নেওয়া প্রয়োজন খড়গপুর - মেদিনীপুর সংযোগ রক্ষাকারী নবনির্মিত সেতুটি তাই দ্বিতীয় নয়, তৃতীয় সেতু হবে কাঁসাইয়ের বুকে।এখন প্রশ্ন এই তৃতীয় সেতুর নামকরণ কি হবে? প্রথম দাবি বা প্রস্তাব যা উঠছে নতুন সেতুর নামকরণ করা হোক বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর নামে। কারন, বীরেন্দ্র সেতুর ঠিক নিচেই মেদিনীপুরের দিকে গড়ে তোলা হয়েছিল ক্ষুদিরাম কানন। ছিল ক্ষুদিরাম বসুর পূর্ণাবয়ব মূর্তিও। নতুন সেতু নির্মাণের পূর্বে ইতিমধ্যেই ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তি স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মেদিনীপুরের কিশোর স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর নামে পার্ক ও উনার মূর্তি ছিল বলে ঐ স্থানে নির্মিত সেতুর নামকরণ ক্ষুদিরাম বসুর নামে - এটি যুক্তিযুক্ত। কিন্তু একথাও সত্য - যে স্থান বরাবর এই তৃতীয় সেতুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, সেই স্থানে আগেই ছিল 'বার্জ ব্রিজ'। নদীর বুকে সেই সেতুর স্তম্ভগুলি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। বার্জ ছিলেন তৎকালীন অত্যাচারি জেলাশাসক। তাঁর অত্যাচারে যখন তটস্থ ছিল মেদিনীপুর, তখন ই দুই বিপ্লবী জেলাশাসক বার্জকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে যথাক্রমে মেদিনীপুরের অত্যাচারী দুই জেলাশাসক যথাক্রমে পেডি ও ডগলাস হত্যা হ ওয়ার পর পরবর্তী জেলাশাসক বার্জকে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ১৯৩৩ সালে। বাংলার গোপন বিপ্লবী দল 'বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স' এর দুই সদস্যের উপর বার্জকে হত্যা করার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

১৯৩৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরের একটি ফুটবল খেলার মাঠে টাউন ক্লাবের হয়ে খেলতে নামার সময় বার্জকে লক্ষ্য করে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে গুলি করেন দুই বিপ্লবী অনাথবন্ধু পাঁজা ও মৃগেন্দ্র নাথ দত্ত। ঘটনাস্থলেই দেহরক্ষীদের গুলিতে অনাথবন্ধু পাঁজা নিহত হন এবং পরের দিন হাসপাতালে মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত মারা যান। মেদিনীপুর তথা ভারতের ইতিহাসে উনাদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।আমার প্রস্তাব - কাঁসাই নদীর উপর নির্মিত প্রথম সেতু বার্জ - এর নামে হয়েছিল। বর্তমানে ঐ সেতু নিশ্চিহ্ন। ঠিক ঐ স্থান বরাবর তৃতীয় সেতু নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তাই বার্জ হত্যাকারী দুই বিপ্লবী - অনাথবন্ধু পাঁজা ও মৃগেন্দ্র নাথ দত্তের নামেই এই নতুন তৃতীয় সেতুর নামকরণ করা হোক - 'অনাথবন্ধু-মৃগেন্দ্রনাথ সেতু'। 'বার্জ ব্রীজ' এর স্থানে নবনির্মিত সেতুর এহেন নামকরণ হলে একদিকে যেমন ঐতিহাসিক গুরুত্ব বজায় থাকবে, অপরদিকে বার্জ হত্যাকারী দুই বিপ্লবীকেও যথাযথ শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদান করা হবে। সেতুর ফলকে অবশ্যই এই সেতুর নামকরণের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা থাকলে সেতুর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে বলে মনে হয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে - হুগলি নদীর উপর নির্মিত হাওড়ার বালি ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দক্ষিনেশ্বর সংযোগ রক্ষাকারী সেতু 'বালি ব্রীজ' যা 'বিবেকানন্দ সেতু' নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে যানচলাচল বৃদ্ধি ও গুরুত্বের কারনে**এই সেতুর নিকটেই নির্মাণ করা হয়েছে অপর একটি সেতু যার নামকরণ করা হয়েছে 'নিবেদিতা সেতু।' এখানে স্বামীজির সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তেমনি 'দেশপ্রাণ' বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে কাঁসাই নদীর উপর নির্মিত দ্বিতীয় সেতুর নাম 'বীরেন্দ্র সেতু' করা হয়েছিল। এখানে পার্থক্য একটাই হুগলি নদীর উপর নির্মিত 'বিবেকানন্দ সেতু'র নিকটে পূর্বে কোনো সেতু ছিল না।

অপর দিকে কাঁসাই নদীর উপর যে স্থানে 'বীরেন্দ্র সেতু' অবস্থান করছে, তার পাশেই ছিল পূর্ব নির্মিত 'বার্জ ব্রিজ'। আর ঐ 'বার্জ ব্রিজ' সংলগ্ন স্থানেই তৃতীয় সেতুর নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে বার্জ হত্যাকারী দুই বিপ্লবীর নামে নবনির্মিত সেতুর নাম 'অনাথবন্ধু-মৃগেন্দ্রনাথ সেতু' যুক্তিযুক্ত।

রাজ্য রাজনীতিতে পালাবদলের পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য সকল পরিকল্পনার সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর ও খড়গপুর শহরের মধ্যবর্তী স্থানে বহমান কাঁসাই নদীর উপর একটি নতুন সেতু তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ এবং ইতিমধ্যেই তার শিলান্যাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। দিন কয়েক আগে সেতু তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। গুরুত্বের বিচারে এই দ্বিতীয় সেতু তৈরির দাবি দীর্ঘ দিনের। বর্তমানে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হ ওয়ায় দুই শহর সহ দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ আর ও বৃদ্ধি পাবে।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 03-09-2026 23:04 Page 5

ডবল ইঞ্জিনের 'রিং বাঁধ'ই ভাঙল, ভূতনীতে ফের বন্যার ভ্রুকুটি

নয়া জামানা, মালদহঃ ডবল ইঞ্জিনের সরকারের দাবি ছিল, এবার কোনওভাবেই ভূতনীতে বাঁধ ভেঙে জল ঢুকতে দেওয়া হবে না।কিন্তু সেই আশ্বাসের মধ্যেই বৃহস্পতিবার সকালে ভেঙে গেল ভূতনীর কেশরপুর-কালুটনটোলা এলাকার রিং বাঁধ।শুধু পুরনো বাঁধ নয় তার অদূরে নতুন রাজ্য সরকারের আমলে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি অস্থায়ী রিং বাঁধও গঙ্গার প্রবল জলস্রোতের ধাক্কায় ধসে পড়ল।পরপর দুটি বাঁধ ভেঙে হু হু করে জল ঢুকতে শুরু করায় ফের ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে মালদহের মানিকচকের ভূতনীজুড়ে। জানা গিয়েছে,বৃহস্পতিবার ভোরে গঙ্গার প্রবল জলরাশির চাপে প্রথমে পুরনো রিং বাঁধের প্রায় ২০ মিটার অংশ ভেঙে যায়।সেই ভাঙা অংশ দিয়ে জল দ্রুত ভূতনীর অসংরক্ষিত এলাকায় ঢুকতে শুরু করে। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার আগেই অদূরে নতুন করে তৈরি অস্থায়ী রিং বাঁধটিও জলের তোড়ে কার্যত ধসে পড়ে।ফলে সংরক্ষিত এলাকার দিকেও জল ঢোকার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

উল্লেখ্য,রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর মানিকচকের বিজেপি বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল একাধিকবার ভূতনীকে বন্যার হাত থেকে রক্ষার আশ্বাস দিয়েছিলেন। নতুন রিং বাঁধ তৈরির পর স্থানীয়দের মধ্যেও তৈরি হয়েছিল স্বস্তি।কিন্তু বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় সেই আশ্বাস ও প্রস্তুতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। গত দু'বছরের ভয়াবহ বন্যার স্মৃতি এখনও টাটকা ভূতনীবাসীর মনে।এবারও জল ঢুকে পড়ার আশঙ্কায় চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন এলাকার মানুষজন।

ফরাক্কা রেললাইনে বিরাট ধস

আজ রাতে উত্তরবঙ্গমুখী সব ট্রেন বাতিল!

উত্তরবঙ্গের ট্রেন ধরার প্ল্যান? কিন্তু তা আর হচ্ছে না। রেল জানিয়েছে, বুধবার রাতে উত্তরবঙ্গমুখী সব ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর জেরে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হবে যাত্রীদের। কেন হঠাৎ ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত? তাও জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, পূর্ব রেলের হাওড়া-মালদহ ডিভিশনে আজ অর্থাৎ বুধবার ও বৃহস্পতিবার ভোররাতে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। প্রবল বৃষ্টির জেরে নিউ ফরাক্কা রেলস্টেশনের কাছে রেললাইনে ধস নেমে বিপর্যয়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অনেক চেষ্টা করা হলেও, শেষ মুহূর্তে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ায় বাধ্য হয়ে উত্তরবঙ্গগামী সব ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেল সূত্রে খবর, আজ রাতে শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস চলবে। বাকি সমস্ত দূরপাল্লার ট্রেন, যেমন দার্জিলিং মেল, গৌড় এক্সপ্রেস, কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস, পদাতিক এক্সপ্রেস, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আজ রাতের শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস, শিয়ালদহ-মালদহ টাউন গৌর এক্সপ্রেস,

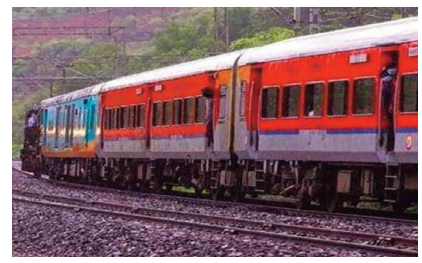

শিয়ালদহ-হলদিবাড়ি দার্জিলিং মেল, শিয়ালদহ-নিউ জলপাইগুড়ি পদাতিক এক্সপ্রেস, শিয়ালদহ-বালুরঘাট এক্সপ্রেসও বাতিল করা হয়েছে। আগামিকাল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, সাহিবগঞ্জ-মালদহ টাউন মেমু ও মালদহ টাউন-সাহিবগঞ্জ মেমু বাতিল করা হয়েছে। একমাত্র উত্তরবঙ্গগামী একটি এক্সপ্রেসই ধরতে পারবেন যাত্রীরা। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস বন্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফরাক্কা রুট দিয়ে ঘুরে যাবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ট্রেনের এই দুর্ভোগ আগামী দু'তিনদিন থাকবে বলেও আশঙ্কাপ্রকাশ করেছেন পূর্ব রেলের কর্তারা।

অস্থায়ী কাঠামো উচ্ছেদের নির্দেশে চরম উত্তাপ ইসলামপুর আদালতে

ইসলামপুর,নয়া জামানাঃ ইসলামপুর মহকুমা আদালত চত্বরের অস্থায়ী কাঠামো সাত দিনের মধ্যে ভেঙে ফেলার নির্দেশ জারি হতেই তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল আইনজীবীদের একাংশের মধ্যে। ওই নির্দেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে বৃহস্পতিবার আদালত চত্বর কেঁপে ওঠে আইনজীবীদের স্লোগান ও প্রতিবাদ মিছিলে। আদালত সূত্রে খবর, সম্প্রতি বিচারবিভাগীয় প্রশাসনের তরফে আদালত চত্বরে গড়ে ওঠা অস্থায়ী কাঠামোগুলি সরিয়ে নেওয়ার জন্য সাত দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। এই উচ্ছেদ নির্দেশের খবর সামনে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার কাজের ফাঁকেই ক্ষুব্ধ আইনজীবীরা একত্রিত হয়ে আদালত চত্বরে

এক প্রতিবাদ মিছিল বের করেন।মিছিল শেষে আন্দোলনকারী আইনজীবীরা ইসলামপুর মহকুমা আদালতের বিচারকের হাতে তাঁদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সম্বলিত একটি স্মারকলিপি তুলে দেন।

শহর জুড়ে অবৈধ ব্যানার-পোস্টার খোলার নির্দেশ পূর্ত দপ্তরের

নয়া জামানা,রায়গঞ্জঃ শহর ও সংলগ্ন এলাকায় সরকারি জমি ও রাস্তার পাশে অনুমোদনহীন হোর্ডিং-ব্যানারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটল পূর্ত দপ্তর। রায়গঞ্জ থেকে ফতেপুর পর্যন্ত রায়গঞ্জ,কালিয়াগঞ্জ,বুনিয়াদপুর সড়কের দু'পাশে থাকা অবৈধ হোর্ডিং ও স্থায়ী কাঠামো সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়ে নোটিস জারি করেছে উত্তর দিনাজপুর ডিভিশনের পূর্ত দপ্তর। ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে জারি করা ওই নোটিসে বলা হয়েছে, ঘড়িমোড় থেকে রায়গঞ্জ হয়ে ফতেপুর পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে পূর্ত দপ্তরের জমিতে অনুমোদনহীনভাবে স্থায়ী হোর্ডিং কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। দপ্তরের সাইট পরিদর্শনে বিষয়টি নজরে আসার পরই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নোটিসে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, রাস্তার পাশে বেআইনি কাঠামো থাকার কারণে যেকোনও সময় দুর্ঘটনার

আশঙ্কা রয়েছে। তাই নোটিস জারির ১০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্টদের ওই কাঠামো সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হোর্ডিং না সরালে আইনানুপরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও স্পষ্ট করা হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর ডিভিশনের পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জয়ন্ত কুমার চক্রবর্তী-র স্বাক্ষরিত ওই নোটিসের প্রতিলিপি জেলা শাসক, রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার, কালিয়াগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান, রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসক এবং রায়গঞ্জের মহকুমাশাসকের কাছেও পাঠানো হয়েছে। সম্ভাব্য উচ্ছেদ অভিযানের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দেওয়ার জন্যও মহকুমাশাসককে অনুরোধ করা হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের এই নির্দেশকে ঘিরে শহরজুড়ে রাস্তার ধারে থাকা বিভিন্ন অবৈধ ব্যানার, পোস্টার ও হোর্ডিং অপসারণের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ফলে বিজ্ঞাপনদাতা ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই তৎপরতা শুরু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

মহুয়া মৈত্রকে তলব ডায়মন্ড হারবার সাইবার ক্রাইম থানার

ফের বিপাকে কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। সোশাল মিডিয়া পোস্টে সা প্রদায়িক উসকানির অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হল জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা। ডায়মন্ড হারবারের সাইবার ক্রাইম থানায় জনৈক ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে এই মামলা। আগামী শনিবার তাঁকে সাইবার ক্রাইম দপ্তরে হাজিরার জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে। যেহেতু সা প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক মন্তব্য মামলায় জড়িয়েছেন সাংসদ, তবে কি এবার গ্রেপ্তার হবেন মহুয়া? এই প্রশ্ন উঠছে। এনিয়ে এখনও কৃষ্ণনগরের সাংসদের প্রতিক্রিয়া মেলেনি। গত ১ সেপ্টেম্বর রাতে নিজের এক্স হ্যান্ডলে পুলিশ অফিসারদের নিয়ে একটি পোস্ট করেছিলেন মহুয়া মৈত্র। তাতে তাঁর অভিযোগ ছিল, উত্তরবঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর একটি অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুসলিম আইপিএস, আইএএস-দের ব্রাত্য করে রাখা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তিনজনের নাম পোস্টে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার ওয়াকার রাজা, এসটিএফের ডিজি জাভেদ শামিম ও আইএএস খলিল আহমেদকে সেই অনুষ্ঠানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, আবার কাউকে আমন্ত্রণই জানানো হয়নি। তাতে মহুয়ার অভিযোগ, ইচ্ছাকৃতভাবে সংখ্যালঘু প্রশাসকদের বাদ দেওয়া হয়েছে। এই পোস্টেই আপত্তি তুলেছেন ডায়মন্ড হারবারের এক ব্যক্তি।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 03-09-2026 23:04 Page 6

সমতলের ফায়ার আইন পাহাড়ে চাপানো নিয়ে তীব্র অসন্তোষ !

কালি পং-সহ গোটা পাহাড়ে হোটেল ও রেস্তরাঁগুলিতে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছে রাজ্য সরকার। অগ্নি সুরক্ষা আইন অমান্য করার অভিযোগে ইতিমধ্যে কালি পং শহরের ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৬০টি হোটেল ও রেস্তরাঁকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি পরপর তিনটি নোটিশ দেওয়ার পর কিছু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর এবং হোটেল সিল করে দেওয়ার মতো কড়া পদক্ষেপের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় ব্যবসায়ী মহলে তীব্র আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতির দ্রুত সুরাহা না হলে এবং সমতলের নিয়ম পাহাড়ে বলবৎ রাখা হলে আগামী পর্যটন মরশুমের আগেই শহরের সমস্ত হোটেল ও রেস্তরাঁ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে 'হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ কালি পং' (ছঞ্জট্টজ্জ্ঞ)।

হোটেল মালিকদের প্রধান অভিযোগ, সমতলের জন্য তৈরি 'পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিনির্বাপক আইন ১৯৫০' পাহাড়ি এলাকায় জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিদ্ধান্ত সুদ এবং ব্যবসায়ী মথান রাই জানিয়েছেন, সমতলের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি হোটেলে ১০ হাজার লিটারের ভূগর্ভস্থ জলাধার, ৮ হাজার লিটারের ওভারহেড জলাধার তৈরি করা, বিকল্প সিঁড়ি বা আধুনিক স্প্রিঙ্কলার ব্যবস্থা করা পাহাড়ের ভৌগোলিক কারণে প্রায় অসম্ভব। পাহাড় অত্যন্ত সংবেদনশীল সিসমিক জোনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় টিনের চাল বা বহুতলের ছাদে হাজার হাজার লিটার জলের ভার বহন করা চরম ঝুঁকিপূর্ণ। তাছাড়া মাটির নিচে বিশাল জলাধার তৈরির জায়গাও অধিকাংশ ছোট ও মাঝারি হোটেলে নেই। যদিও অধিকাংশ হোটেলেই অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র, স্মোক ডিটেক্টর, ফায়ার অ্যালার্ম এবং জরুরি নির্গমনের ব্যবস্থা রয়েছে, তবুও ফায়ার লাইসেন্স না থাকার অজুহাতে একের পর এক নোটিশ ধরানো হচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গত তিন দিনে কালি পংয়ের বিধায়ক রুদেন সাদা লেপচা, জেলাশাসক, এবং গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) মুখ্যসচিব ও এগজিকিউটিভ ডিরেক্টরের সঙ্গে বৈঠক করেছে ছঞ্জট্টজ্জ্ঞ-এর প্রতিনিধিদল। পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য পৃথক ও বাস্তবসম্মত অগ্নিসুরক্ষা নীতি নির্ধারণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে বৈঠকে। বিধায়ক রুদেন সাদা লেপচা বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের দমকল মন্ত্রীর জরুরি হস্তক্ষেপ চেয়েছেন, যাতে পুরোনো আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে অঞ্চলভিত্তিক কার্যকর নিয়ম তৈরি করা যায়। সামনেই দুর্গোৎসব ও শীতের মরশুম। এই সময়ে শহরের অধিকাংশ হোটেলের অক্টোবর পর্যন্ত বুকিং সম্পূর্ণ হয়ে রয়েছে। ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা, এই মুহূর্তে প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নিলে পর্যটকরা যেমন চরম হয়রানির শিকার হবেন, তেমনই পাহাড়ের অর্থনীতির মূল মেরুদণ্ড পর্যটন শিল্প ধসে পড়বে। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অন্তত অক্টোবর পর্যন্ত নোটিশের কড়াকড়ি বন্ধ রাখার আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে মরশুম শেষে পর্যায়ক্রমে সমস্যাটির স্থায়ী সমাধান করা যায়। অন্যথায় পর্যটন মরশুম শেষ হলে ব্যবসায়ীরা সব হোটেল ও রেস্তরাঁ স্বেচ্ছায় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবেন বলে জানিয়েছেন। হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিদ্ধান্ত সুদ জানিয়েছেন, পাহাড়ের বাস্তব চিত্র না বুঝে সমতলের মাপকাঠিতে ফায়ার লাইসেন্সের শর্ত চাপানো হলে তা মানা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির (ঙ্খজ্জজ্জ) পর্যটন বিভাগের চেয়ারম্যান সম্রাট সান্যালও এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে পর্যটন শিল্প বাঁচাতে সরকারের নমনীয় মনোভাবের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, দার্জিলিংয়ের ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার দেওয়ান লেপচা জানিয়েছেন, পাহাড়ের একাধিক হোটেল ও রেস্তরাঁয় পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা না-থাকায় নিয়ম মেনেই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তবে হোটেল সংগঠনের দাবি ও অভিযোগগুলি বাস্তব ও যুক্তিযুক্ত হওয়ায় সেই প্রস্তাব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হচ্ছে এবং উপরমহলের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আপাতত কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে না।

এবার ধস নামার আগেই মোবাইলে বাজবে অ্যালার্ম

পাহাড়ে বিশেষ উদ্যোগ রাজ্যের

নেপালে হড়পা বান ও ভয়াবহ ধসে সাতশোর বেশি মানুষের মৃত্যুর ঘটনার পর প্রতিবেশী দেশের এই বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপে নড়েচড়ে বসল রাজ্য প্রশাসন। দার্জিলিং, কালি পং এবং কার্শিয়াংয়ের মতো সংবেদনশীল পাহাড়ি অঞ্চলগুলিকে সুরক্ষিত রাখতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে নবান্ন। পাহাড়ে এবার ধস নামার আগেই সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে অভিনব আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যেখানে বিপদের আঁচ পেলেই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষের মোবাইলে বেজে উঠবে অ্যালার্ম। রাজ্য প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, নতুন এই প্রযুক্তি চালু হলে ধসপ্রবণ এলাকার কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে থাকা সমস্ত মোবাইল ফোনে তৎক্ষণাৎ বিপদবার্তা পৌঁছে যাবে। শুধু তীব্র শব্দে অ্যালার্ম বাজাই নয়, মোবাইলের স্ক্রিনে ভেসে উঠবে সতর্কবার্তাও।

পরবর্তী ১৫ থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যে ঠিক কোন জায়গায় ধস নামার আশঙ্কা রয়েছে, তা পরিষ্কার লেখা থাকবে সেই বার্তায়। একই সঙ্গে ওই মুহূর্তে সাধারণ মানুষের কী করা উচিত এবং কীভাবে তাঁরা সুরক্ষিত থাকবেন, তার সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকাও দেওয়া থাকবে, যাতে বিপদ ঘটার আগেই মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার সুযোগ পান। পুরো প্রক্রিয়াটি বাস্তবায়িত করতে 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া' বা জিএসআই-এর সঙ্গে একটি মৌ স্বাক্ষর করেছে রাজ্য সরকার। প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, পাহাড়ের নির্দিষ্ট এলাকার বৃষ্টির পরিমাণ, মাটির আর্দ্রতা এবং আবহাওয়ার যাবতীয় তথ্য নিখুঁতভাবে যাচাই করে রিয়েল-টাইম পূর্বাভাস দেওয়া হবে। ধসপ্রবণ এলাকাগুলিকে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করতে অতীতের পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখার পাশাপাশি পাহাড়ে ওয়েদার স্টেশনের সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে। চলতি বছরেই রাজ্যে 'ক্যাপ শ্যাচেট' প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সেল ব্রডকাস্টিং সিস্টেম চালু হয়েছে, যা এবার পাহাড়ের ধসের আগাম বার্তা পাঠাতেও ব্যবহার করা হবে। পাহাড়ের বর্তমান জনবিন্যাস নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের যথেষ্ট উদ্বেগ রয়েছে। আগের তুলনায় পাহাড়ে ঘরবাড়ি, হোটেল এবং কংক্রিটের নির্মাণের পাশাপাশি পর্যটকদের আনাগোনাও বহুগুণ বেড়েছে। ফলে কোথাও আচমকা ধস নামলে প্রাণহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা অতীতের তুলনায় অনেক বেশি। প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার পাশাপাশি আপৎকালীন পরিস্থিতিতে দ্রুত উদ্ধারকাজের জন্য দুর্যোগ মোকাবিলা স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যাও বাড়াচ্ছে রাজ্য। এই উদ্যোগে স্থানীয়দের পাশাপাশি পর্যটকরাও ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়ার আগেই সেখানকার ভূমিধসের ইতিহাস এবং রাস্তা আটকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কি না, তা জেনে নিয়ে পর্যটকরা তাঁদের ভ্রমণ পরিকল্পনা সুরক্ষিত করতে পারবেন।

রাজ্য সরকারের সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধসপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে তিস্তা ভ্যালি, যেখানে প্রত্যেক বছরই নিয়ম করে ছোট-বড় ধস নামে এবং জীবনহানির ঘটনা ঘটে। বিশেষজ্ঞদের একাংশ তিস্তায় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের অবস্থানের কারণে এটিকে একটি 'হাইলি সেনসিটিভ জোন' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

বিগত পাঁচ বছরের পরিসংখ্যান বলছে, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের মতো পাহাড়ি অঞ্চলে ধসের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে বৃষ্টির সময়ে বহু ছোট-বড় ধস নেমেছে।

এমনকি ২০২৪ সালে ধসের কারণে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সিকিম এবং কালিম্পং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, এবং ২০২৫ সালে এই ধসের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রশাসনের এই নতুন অ্যালার্ম সিস্টেম পাহাড়বাসীর জীবন বাঁচাতে এক বড় পদক্ষেপ হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে।

কসবার ভুয়ো কলসেন্টারে অভিযান চালিয়ে ধৃত ৬৭

কসবা থানা এলাকায় দুটি ভুয়ো কল সেন্টারে অভিযান চালিয়ে মোট ৬৭ জনকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশ। ধৃতরা টার্গেটদের ফোন করে জিও, এয়ারটেল-সহ নামী কো পানির টাওয়ার বসানোর নামে প্রতারণা করতেন বলে অভিযোগ। এছাড়াও বিমা পলিসি ও ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়ার নামেও প্রতারণা করা হত। বুধবার দুপুরে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে কসবা এলাকার দুটি ঠিকানায় অভিযান চালায় পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েকটি মোবাইল ফোন, চার্জার, ডায়েরি উদ্ধার করা হয়। সেই ডায়েরিতে লেখা ছিল প্রতারণার একাধিক 'স্ক্রিপ্ট'।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২ সেপ্টেম্বর দুপুরে কসবা থানার রাজডাঙা মেন রোডের একটি ঠিকানায় অভিযান চালায় পুলিশ। অফিসের মতো সাজানো ওই জায়গায় বেশ কয়েকজনকে মোবাইল ফোনে কথা বলতে দেখা যায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা জানান, তাঁরা রোবাস্ট ডিজিটাল সলিউশনের কর্মী। তাঁরা দেশের বিভিন্ন নাগরিককে ফোন করে কখনও রিলায়েন্স জিও, কখনও এয়ারটেল, কখনও বিভিন্ন ব্যাঙ্ক বা বিমা সংস্থার কর্মী হিসেবে পরিচয় দিতেন। টাওয়ার বসানোর জন্য জিও, এয়ারটেল সংস্থার নাম করে আকর্ষণীয় রিটার্নের প্রলোভন দিতেন অভিযুক্তরা। তবে তাঁর আগে প্রসেসিং ফি হিসেবে চাওয়া হত ৯০ হাজার থেকে দেড় লক্ষ টাকা। কিন্তু টাকা পাওয়ার পর আর কোনও পরিষেবা দেওয়া হত না। এছাড়াও বিভিন্ন বিমা সংস্থার পলিসিতে বিনিয়োগের নামে স্বাস্থ্যবিমা ও বিপুল রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিতেন প্রতারকরা। কম সুদে ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিগত ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নামেও করা হত প্রতারণা।পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, গত ৬ মাসে প্রায় ১০০টি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে প্রতারণা করা হয়েছে। বিশ্বাস অর্জনের জন্য টার্গেটদের বিভিন্ন নামী সংস্থা, ব্যাঙ্ক এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের নামে জাল অনুমোদনপত্রও দেখানো হয়। দুই জায়গায় অভিযান চালিয়ে মোট ৭১ টি মোবাইল উদ্ধার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃত মোট ৬৭ জনের বেশিরভাগই কলকাতার বাসিন্দা।

তাঁদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬, ৬৬সি, ৬৬ডি, ৮৪বি ও ৪৩ ধারার পাশাপাশি ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না তা জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 03-09-2026 23:04 Page 7

নটি বয়-এর মহাকাশযাত্রা সাফল্যের প্রত্যাশায় ইসরো

নয়া জামানা,শ্রীহরিকোটা ঃ ৪ সেপ্টেম্বর রাত ঠিক ২টো ৫৫ মিনিটে, যখন প্রায় গোটা দেশ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকবে, তখন শ্রীহরিকোটার দ্বিতীয় লঞ্চ প্যাড থেকে তৈরি হবে এক নতুন ইতিহাস। অন্ধকার চিরে মহাকাশের উদ্দেশে রওনা দেবে ভারতের ভূ-সমলয় উপগ্রহ উৎক্ষেপণ যান জিএসএলভি-এফ১৭, সঙ্গে থাকবে ৩৬ হাজার কিলোমিটার উচ্চতায় স্থাপিত হতে চলা ভারতের প্রথম ইমেজিং স্যাটেলাইট ইওএস-০৫। পরপর কয়েকটি ব্যর্থতার পর ইসরোর কাছে এই মিশন স্রেফ একটি উৎক্ষেপণ নয়, বরং হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারের এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষা।সা প্রতিক সময়ে ইসরোর দিনগুলো ভাল কাটেনি। সংস্থার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ওয়ার্কহর্স রকেট পিএসএলভি পরপর কয়েকটি অভিযানে ব্যর্থ হওয়ায় সরকারের নির্দেশে তা আপাতত বসিয়ে রেখে শুরু হয়েছে তদন্ত। এই পরিস্থিতিতে জিএসএলভির এই যাত্রা ইসরোর আত্মবিশ্বাস ফেরানোর বড় সুযোগ। প্রযুক্তিগতভাবে

পিএসএলভি ও জিএসএলভি স পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের রকেট, ইঞ্জিন বা চালিকাশক্তিতে দুইয়ের মধ্যে সরাসরি কোনও যোগ নেই- এই ভাবনাই এখন বিজ্ঞানীদের ভরসা।তবে জিএসএলভিকে ঘিরে সংশয় নতুন নয়। ইসরোর অন্দরে এই রকেটের পরিচিত ডাকনাম নটি বয়, কারণ প্রাথমিক দিনগুলোতে এর আচরণ ছিল চরম অনিশ্চিত। এ পর্যন্ত ১৮টি উড়ানের মধ্যে অন্তত ৬টিতেই আশানুরূপ সাফল্য মেলেনি, ফলে পিএসএলভি যেখানে অনায়াসে সাফল্য এনেছে, সেখানে জিএসএলভির প্রতিটি উৎক্ষেপণ থেকেছে উদ্বেগের কারণ।তা সত্ত্বেও এই নটি বয়-ই ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার অন্যতম মুকুট, কারণ এর প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে জটিল ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন প্রযুক্তি। নব্বইয়ের দশকে রাশিয়ার কাছ থেকে এই প্রযুক্তি নেওয়ার চেষ্টায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির অজুহাতে বাধা দিয়েছিল আমেরিকা, যার জেরে থমকে গিয়েছিল ভারতের স্বপ্ন। তবু দমে না গিয়ে ইসরোর বিজ্ঞানীরা নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি করেন স পূর্ণ দেশীয় ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন।

মোদি-পেজেসকিয়ান বৈঠক

রুবিওর মুখে নিষেধাজ্ঞার হুঁশিয়ারি

নয়া জামানা ঃ কিরঘিজস্তানে অনুষ্ঠিত ২৬তম এসসিও সম্মেলনে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেসকিয়ানের সঙ্গে পার্শ্ববৈঠক করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই বৈঠক নিয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করেছে আমেরিকা। এই প্রসঙ্গে এবার মুখ খুললেন মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, কোনও দেশেরই ইরানকে নিষেধাজ্ঞা এড়াতে সহায়তা করা উচিত নয়।স প্রতি এক মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রুবিও বলেন, বিভিন্ন দেশ নিজেদের বিদেশনীতির অংশ হিসেবে ইরান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে, এমনকি আমেরিকাও অতীতে তেহরানের বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেছে, তবে সেই সব আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। তিনি জানান, ইরানের সঙ্গে কোন কোন দেশ যোগাযোগ রাখছে, তা ওয়াশিংটনের নজরে রয়েছে। প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কোনও দেশ যেন ইরানকে নিষেধাজ্ঞা এড়াতে সহায়তা না করে, এবং এমন কোনও ব্যবস্থাতেও যেন সহযোগিতা না করে যার মাধ্যমে

ইরান অর্থ উপার্জন করে তা সন্ত্রাসবাদে মদত বা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কাজে ব্যবহার করতে পারে। রুবিও হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, কোনও দেশ যদি তা সত্ত্বেও এমন সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে বাধ্য হবে আমেরিকা। মোদি-পেজেসকিয়ান বৈঠকের পর জল্পনা ছড়িয়েছিল যে নয়াদিল্লি ও তেহরান বাণিজ্যচুক্তির পথে এগোচ্ছে, তবে সেই জল্পনা সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন রুবিও। ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথমবার ইরানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন মোদি। ইরানের আধা-সরকারি সংবাদসংস্থা তাসনিমের দাবি অনুযায়ী, বৈঠকে দুই পক্ষ দ্বিপাক্ষিক স পর্কের সা প্রতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে। পারস্পরিক স্বার্থ জড়িত এমন একাধিক ক্ষেত্রে ইরান ও ভারতের মধ্যে যৌথ সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে গুরুত্ব দেন মোদি ও পেজেসকিয়ান। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী সাইয়েদ আব্বাস আরাঘচি ও অন্যান্য শীর্ষকর্তারাও। মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

নিরাপত্তা হুমকিতে আমেরিকা থেকে জরুরি ফেরত নেতানিয়াহু-পুত্র

নয়া জামানা ঃ প্রাণনাশের আশঙ্কায় তড়িঘড়ি আমেরিকা থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াইর নেতানিয়াহুকে। এমনটাই জানিয়েছে ইজরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা শিন বেত, যদিও এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি তারা।গত সপ্তাহে একটি ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু নিজেই দাবি করেছিলেন, তাঁর এক পুত্রকে হত্যার চেষ্টা করেছিল ইরান। তিনি বলেছিলেন, এই ঘটনা অবিশ্বাস্য, এবং ইরান তাঁর একটি ছেলেকে নিশানা করে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছিল। তবে দুই পুত্রের মধ্যে কার কথা তিনি বলছেন, তা স্পষ্ট করেননি সে সময়। এবার শিন বেত-এর বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ইয়াইর নেতানিয়াহুর প্রাণনাশের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল, তাই নিরাপত্তা দলের সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে তাঁকে ইজরায়েলে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।মার্কিন

সংবাদমাধ্যম নিউজম্যাক্স-এর দাবি অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ফ্লোরিডায় অবস্থানকালে নেতানিয়াহু-পুত্রের বিরুদ্ধে গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। এই তথ্য পাওয়ার পর ইজরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা বিষয়টি মার্কিন সরকারকে অবহিত করে, এবং ইয়াইরকে অবিলম্বে ফ্লোরিডা ছেড়ে ইজরায়েলে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে ছিল একটি ইজরায়েলি নিরাপত্তা দল।নেতানিয়াহুর তিন সন্তানের মধ্যে বড় ছেলে ইয়াইরের বয়স ৩৫ বছর, যিনি বেশ কয়েক বছর ধরে আমেরিকার ফ্লোরিডায় বসবাস করছিলেন এবং শিন বেত-এর নিরাপত্তা পান। ছোট ছেলে আভন ইজরায়েলে থাকলেও তিনি প্রচারবিমুখ, জনসমক্ষে তাঁকে খুব একটা দেখা যায় না। এছাড়া নেতানিয়াহুর এক কন্যা রয়েছেন, নাম নোয়া নেতানিয়াহু-রথ, যিনি জেরুজালেমের বাসিন্দা।

সুদীপ-কাকলিদের স্বস্তি

নোটিশের জবাবের বাড়তি সময় দিল স্পিকার

নয়া জামানা ঃ সুদীপ-কাকলিদের জন্য বড় স্বস্তি।এনসিপিআই-র আবেদন মেনে নিল লোকসভার স্পিকার অফিস। তাদের আবেদনক্রমে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছে। এই তারিখের মধ্যে দলের ২০ জন সাংসদকে নোটিসের জবাব দিতে হবে।তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন এই ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদ, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শতাব্দী রায়, ইউসুফ পাঠান, দেব, সায়নী ঘোষ, জুন মালিয়া প্রমুখ। তাঁদের বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইনে সাংসদ পদ খারিজের দাবি জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮ জুন স্পিকারকে চিঠি দিলেও জবাব না পাওয়ায় তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন।সেই মামলাতেই সুপ্রিম কোর্ট ২০ জন সাংসদের কাছে ব্যাখ্যা চেয়ে নোটিস জারি করে, এরপর স্পিকার অফিসও পৃথকভাবে সাতদিনের

ডেডলাইন-সহ নোটিস দেয়। ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জবাব দেওয়ার কথা থাকলেও এনসিপিআই সাংসদরা তা না দিয়ে বাড়তি সময় চান, যা মেনে নেয় স্পিকার অফিস। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর অভিষেকের মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ কালীঘাট তৃণমূল শিবির। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র এতে ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, সাত দিনের বদলে তিন সপ্তাহ সময় নেওয়ার প্রয়োজন কী, যেখানে সাংসদরা একদিনেই জবাব দিতে পারতেন। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বাদল অধিবেশন শেষ হয়ে গেলেও এই বিষয়ে কোনও নিষ্পত্তি হয়নি।

বাইক ট্যাক্সির অনুমতিতে রাজ্যগুলিকে বার্তা গডকড়ির

নয়া জামানা ঃ নিজের ব্যক্তিগত দুচাকার গাড়ি চালিয়েই যাত্রী পরিবহণ করে বাড়তি আয়ের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রী নীতিন গডকড়ির বক্তব্যে বুধবার এই ইঙ্গিতই মিলেছে। তিনি জানান, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাইককে বাইক ট্যাক্সি হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি রাজ্যগুলি বিবেচনা করতে পারে, এবং এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারগুলিকে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আর্জিও জানিয়েছেন তিনি।তাঁর কথায়, দেশের কয়েকটি রাজ্যে ইতিমধ্যেই এই পরিষেবা চালু হয়েছে, যদিও অনেক রাজ্যে তা এখনও শুরু হয়নি। যেহেতু পরিবহণ রাজ্যের আওতাধীন বিষয়, তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের

হাতেই থাকবে। গডকড়ির মতে, বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় এই ব্যবস্থা চালু হলে প্রায় ৮ কোটি মানুষের জীবিকার সুযোগ তৈরি হতে পারে। তবে দেশজুড়ে অবিলম্বে অনুমতি মিলছে, এমনটা নয় পারমিট, বিমা ও চালকের যোগ্যতা সংক্রান্ত নিয়ম রাজ্যের নীতির উপরই নির্ভর করবে।সড়ক নিরাপত্তা নিয়েও বড় পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছেন মন্ত্রী। মোটর ভেহিকেলস আইনে সংশোধন এনে বারবার আইন ভাঙা চালকদের জন্য নেগেটিভ পয়েন্ট চালুর পরিকল্পনা রয়েছে, যা নির্দিষ্ট সংখ্যায় পৌঁছালে লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল হতে পারে।চালকদের স্বাস্থ্যের জন্য সুরক্ষা নামে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্পও চালু হয়েছে, যার আওতায় চালক, নির্মাণকর্মী ও ঝুঁকিপূর্ণ কর্মীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও কাউন্সেলিং দেওয়া হবে।

Naya Jamana Night Edition_Layout 1 03-09-2026 23:04 Page 8

আবার চর্চায় ধোনি

ভাইরাল ভিডিয়োয় হুক্কা-জল্পনা পন্থের হাতেও নতুন রেকর্ড

নয়া জামানাআবারও চর্চার কেন্দ্রে মহেন্দ্র সিং ধোনি। ভারতীয় প্রাক্তন অধিনায়ক তথা উইকেটকিপারের একটি ভিডিয়ো স প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেই ভিডিয়োকে ঘিরেই নতুন করে আলোচনায় এসেছে ধোনির হুক্কা-প্রীতি।ভাইরাল ভিডিয়োয় দেখ া যাচ্ছে, বন্ধুদের সঙ্গে একটি ঘরে পার্টিতে রয়েছেন ধোনি। সেখানে ছিলেন ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্থও। গানবাজনা, খাবার ও পানীয়ের আয়োজনের মাঝে সকলকেই বেশ হাসিখুশি মেজাজে দেখা যায়। একসময় পন্থের কাছে গিয়ে ধোনি কিছু বলছেন। ঠিক তার পরেই কাউকে বলতে শোনা যায়, ম্যায় হুক্কা পিকে আতা হুঁ। কণ্ঠস্বরটি ধোনির মতো হওয়ায় সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই দাবি করছেন, ওই মন্তব্য তাঁরই।যদিও ভিডিয়োয় বক্তার পরিচয় স্পষ্ট নয়। ফলে কণ্ঠস্বরের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে ধোনিই ওই কথা বলেছেন, এমন দাবি করা যায় না। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক জর্জ বেইলি জানিয়েছিলেন, ধোনি মাঝে মাঝে হুক্কা খেতে পছন্দ করতেন এবং নিজের ঘরে সেটি রাখতেন।এদিকে ক্রিকেটেও ধোনিকে পিছনে ফেলেছেন পন্থ।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে বিদেশের মাটিতে বা নিরপেক্ষ ভেন্যুতে ভারতের হয়ে উইকেটকিপার হিসেবে সর্বাধিক রানের মালিক হয়েছেন তিনি। পন্থের রান ২৫৩৪, ধোনির ২৪৯৬। পাশাপাশি টেস্টে সর্বাধিক ছক্কার তালিকায় অ্যাডাম গিলক্রিস্টকে টপকে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছেন পন্থ।

রেকর্ড সাইনিংয়ের ঝলক

রক্ষণে চিন্তা,চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আগে চাপেই লিভারপুল

নয়া জামানা ঃ দলবদলের উইন্ডো শেষ হয়েছে, হাতে পাকা দলও তৈরি। কিন্তু লিভারপুল শিবিরে স্বস্তির চেয়ে চাপই যেন বেশি- এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে অ্যানফিল্ডে। গত মরসুমে আর্ন স্লটের আমলে ফ্লোরিয়ান ভির্তজ ও আলেকজান্ডার ইসাককে রেকর্ড অর্থে সই করানো ক্লাব এবার পিএসজি থেকে ১২৩ মিলিয়ন পাউন্ডে ফরাসি ফরোয়ার্ড ব্র্যাডলি বারকোলাকে দলে টেনেছে। তবু রক্ষণের দুর্বলতা এবং জেনুইন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের অভাব এখনও বড় মাথাব্যথা।জেমি জ্যাকেটের চুক্তি ধরে এই গ্রীষ্মে প্রায় ২০০ মিলিয়ন পাউন্ড খরচ হয়েছে। বারকোলা ছাড়াও লোনে এসেছেন ভিক্টর মুনোজ ও রোনাল্ড আরাউজো। অন্যদিকে বিদায়ী তালিকায় ফ্রি ট্রান্সফারে ক্লাব ছেড়েছেন মহ ম্মদ সালাহ, অ্যান্ডি রবার্টসন ও ইব্রাহিমা কোনাতে, আর ৩০ মিলিয়ন পাউন্ডে কার্টিস জোন্স গেছেন ইন্টার মিলানে। ম্যান সিটির

৮০ মিলিয়ন পাউন্ডের প্রস্তাব সত্ত্বেও কোডি গাকপোকে ছাড়েনি লিভারপুল। ইসাক, ভির্তজ ও বারকোলার মিলিত মূল্য ৩৬৪ মিলিয়ন পাউন্ড।রক্ষণেও দুশ্চিন্তা প্রবল। প্রিমিয়ার লিগের প্রথম দুই ম্যাচেই দুটি করে গোল হজম করেছে দল।জিওভানি লিওনি ও কনর ব্র্যাডলি চোটের কারণে বাইরে, তাই বার্সেলোনা থেকে লোনে এসেছেন আরাউজো, যাঁকে পরের মরসুমে ৪৭ মিলিয়ন পাউন্ডে স্থায়ীভাবে কেনার সুযোগ রয়েছে। ১৮ বছরের গোলকিপার লুকা রুগম্যানস এসেছেন ৩০ মিলিয়ন পাউন্ডে।মাঝমাঠে ফ্যাবিনহো-উত্তর শূন্যতা এখনও অপূর্ণ, যদিও সোবোসজলাই ও গ্রাভেনবার্খ নতুন চুক্তি করেছেন।

কোচ ইরাওলার হাতে রয়েছেন এন্ড্রো ও তরুণ নিওনি। ১০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু চ্যা পিয়ন্স লিগ, তখনই বোঝা যাবে তরুণ এই দল কতটা লড়তে পারে।

বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়ানডে সিরিজের পরিকল্পনা ভারতের

নয়া জামানাঃ আগামী বছর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ওয়ানডে বিশ্বকাপ, আর তার প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করে দিতে চাইছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। এই লক্ষ্যেই আগামী বছর দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে চার থেকে ছয় ম্যাচের একটি ওয়ানডে সিরিজ খেলতে পারেন বিরাট কোহলি, শুভমান গিলের মতো তারকারা। সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই সিরিজ আয়োজনের বিষয়ে ইতিমধ্যেই ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে বিসিসিআই।এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, ভারতের টিম ম্যানেজমেন্টের অনুরোধেই দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে এই কথাবার্তা চালাচ্ছে বোর্ড। ২০২৭ সালের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার আবহাওয়া ও পিচের সঙ্গে মানিয়ে নিতেই এই সিরিজের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজ ভারত খে লেছিল ২০২৩ সালের ডিসে বরে, যেখানে নেতৃত্বে ছিলেন কেএল রাহুল। সেই সময় দুই দলই একাধিক

প্রথম সারির ক্রিকেটারকে বিশ্রাম দিয়েছিল, কারণ ওয়ানডে সিরিজের পরপরই ছিল দুই টেস্টের সিরিজ।তবে এবারের পরিস্থিতি স পূর্ণ ভিন্ন।২০২৭ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে অক্টোবর-নভে বরে, মোট ১২টি ভেন্যুতে- যার মধ্যে প্রধান আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকার আটটি, জি বাবোয়ের তিনটি এবং নামিবিয়ার একটি মাঠ রয়েছে। ফলে বিশ্বকাপের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবেশে খেলার অভিজ্ঞতা ভারতীয় ক্রিকেটারদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।দক্ষিণ আফ্রিকায় সর্বশেষ পুরুষদের আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপ হয়েছিল ২০০৩ সালে, যেখানে ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গিয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন ভারত। এর চার বছর পর জোহানেসবার্গে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত।তবে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ভারতের ওয়ানডে পরিসংখ্যান খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়। এ পর্যন্ত সেখানে ৫৯টি ওয়ানডে খেলে ভারত জিতেছে ২৪টি, হেরেছে ৩১টি, তিনটি ম্যাচ ফলহীন থেকেছে এবং একটি ম্যাচ টাই হয়েছে। আসন্ন সফরে সেই পরিসংখ্যান বদলাতেই মরিয়া থাকবে ভারতীয় দল।

ব্রাজিল-ভারত মহারণের আগে বাংলায় কাফু

নয়া জামানা ঃ ঠিক একমাস বাদে যুবভারতীতে ভারতের বিরুদ্ধে খে লতে নামবে ব্রাজিল, যা ভারতীয় ফুটবলের সা প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ম্যাচ হতে চলেছে। এই মেগা ম্যাচের আগেই বাংলায় আসছেন ব্রাজিলের বিশ্বজয়ী প্রাক্তন অধিনায়ক মারকোস ইভাঞ্জেলিসতা দে মোরায়েস, যিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিত কাফু নামে।আগামী ৬ সেপ্টে বর দার্জিলিংয়ে পৌঁছনোর কথা কাফুর। শহর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে আর্য চা বাগানে প্রস্তাবিত সিদ্রা হিলস স্পোর্টস অ্যান্ড ওয়েলনেস রিসোর্ট এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি। পর্যটন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওইদিন পাহাড়ে তাঁর হাতেই আত্মপ্রকাশ করবে দুটি নতুন ফুটসল ক্লাব; দার্জিলিং ওয়ারিয়র্স এফসি এবং নর্থবেঙ্গল ফাইটার্স এফসি। এই দুই দলের মধ্যে একটি প্রদর্শনী ম্যাচেরও আয়োজন করা হবে। প্রাথমিকভাবে চা-বাগানের নিজস্ব মাঠে অনুষ্ঠান হওয়ার কথা থাকলেও, পরবর্তীতে তা স্থানান্তরিত হয়েছে লেবংয়ের গোর্খা স্টেডিয়ামে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এবং শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তাপস রায়ের।শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, কলকাতাতেও কর্মসূচি রয়েছে ব্রাজিলিয় কিংবদন্তির।

শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতে উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

১৮৮ কোটির ক্ষতির মুখে লঙ্কান ক্রিকেট

নয়া জামানা ঃ বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার এক সিদ্ধান্তে চরম আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ল শ্রীলঙ্কা। হাতছাড়া হল উদ্বোধনী উইমেন্স চ্যা পিয়ন্স ট্রফির আয়োজনের অধিকার। আইসিসি আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বীপরাষ্ট্রের থেকে এই মেগা টুর্নামেন্ট সরিয়ে নতুন আয়োজক হিসেবে ঘোষণা করেছে ভারতকে।

আগামী ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ছ'টি দলের এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে ভারতে। মঙ্গলবার আইসিসির বোর্ড সভায় এই স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়, যার জেরে অন্তত ২ কোটি মার্কিন ডলার বা আনুমানিক ১৮৮ কোটি টাকার লোকসানের মুখে পড়ল লঙ্কান বোর্ড।টুর্নামেন্ট কেড়ে নেওয়ার মূল কারণ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের পরিচালন ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বোর্ড ছাড়া মেগা টুর্নামেন্ট আয়োজনের অনুমতি দেয় না আইসিসি, অথচ লঙ্কান বোর্ড বর্তমানে চলছে সরকার নিযুক্ত ট্রান্সফরমেশন

কমিটির অধীনে। ডেইলি মিরর পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করে দ্রুত নির্বাচন না করালে আয়োজকের অধিকার হারানোর বিষয়ে বোর্ডকে আগেই সতর্ক করা হয়েছিল।তবে এই সতর্কতা সরকারের শীর্ষ স্তরে জানানো হয়নি। প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিশানায়েকে ও ক্রীড়া মন্ত্রক দীর্ঘদিন এই বিষয়ে অন্ধকারে ছিলেন, যা জানতে পারার আগেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যায়। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে ২০২৩ সালেও একই সমস্যায় পড়েছিল শ্রীলঙ্কা, তখন ২০২৪ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ পুরুষদের বিশ্বকাপের আয়োজক হওয়ার সুযোগ হারিয়ে তা চলে যায় দক্ষিণ আফ্রিকায়। তিন বছরের মধ্যে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটাল লঙ্কান বোর্ড। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মধ্যেই নির্বাচন স পন্ন করতে চাইছে ট্রান্সফরমেশন কমিটি।নতুন সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৪ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ভারতের মুবই ও বরোদায় অনুষ্ঠিত হবে টুর্নামেন্ট। অংশ নেবে অস্ট্রেলিয়া,

ইংল্যান্ড, ভারত, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ষষ্ঠ স্থানের জন্য লড়বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও শ্রীলঙ্কা। রাউন্ড-রবিন পর্বের পর ২৮ ফেব্রুয়ারি হবে ফাইনাল।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।